গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১০১.২০-০৫

তারিখঃ ২০ পৌষ ১৪২৭ ব.
০৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ কনটেম্পট পিটিশন নং-২৭৮/২০২০ (প্রথম আপিল নং-৩৯৮/২০১৪ এবং সিভিল রুল ৯৮১(F)/২০১৪ হতে উদ্ভুত) মামলার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক টিএমইডি-কে অবহিতকরণ প্রসংগে।

সূত্র: টিএমইডি'র স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০০১.১৮.১, তারিখ: ২০/০৩/২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলাধীন চরমার্টিন মুন্সীগঞ্জ আলিম মাদ্রাসা'র ই.বি এর প্রধান (ইবতেদায়ী প্রধান) কর্তৃক গত ৩১/০১/২০১৮ তারিখে সচিব, টিএমইডি বরাবর দাখিলকৃত আবেদন এর বিবরণ নিম্নরূপ-

২। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে বে-আইনীভাবে তাদের বেতন-ভাতাদি বন্ধ রাখে। ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সহকারী মৌলভী জনাব মো: মজিব উল্যা সহ মোট ০৬ (ছয়) জন কর্তৃক ২৬/৫/২০১৩ তারিখে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত, লক্ষীপুর -এ দেওয়ানী নং-৫২/২০১৪ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

৩। উক্ত দেওয়ানী মামলায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির সভাপতি জনাব মো: মোশারফ হোসেন ও অন্যান্য সদস্যসহ মোট ১৮ (আঠার) জনকে বিবাদী করা হয়েছে। বিবাদী নং ৬ চেয়ারম্যান, বামাশিবো ও ৭ নং ডিজি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। দেওয়ানী নং-৫২/২০১৪ মোকদ্দমা এর ০৯/৯/২০১৪ তারিখের ডিক্রী/আদেশ বাদীগণের পক্ষে ঘোষিত হয়। আদেশের অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"আদেশ হয় যে, অত্র মামলা ১-৩/১৬ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রী হয়। এতদ্বারা নালিশী মাদ্রাসার শিক্ষক ও দপ্তরী হিসেবে বাদীপক্ষের জানুয়ারী ২০১২ ইং হতে অদ্য পর্যন্ত প্রাপ্য বেতন ভাতাদি আগামী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বাদীগণ বরাবরে পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এছাড়া, বিধিমতে **বাদীপক্ষের বেতন ভাতাদি প্রাপ্যতা আইনত বারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের** নিয়মিত বেতন ভাতাদি আইনানুগভাবে যথাসময়ে পরিশোধ করার জন্য **বিবাদীপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল"।**

৫। দেওয়ানী নং-৫২/২০১৪ মোকদ্দমা এর ০৯/৯/২০১৪ তারিখের ডিক্রী/আদেশ এর বিরুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির সভাপতি, জনাব মো: মুসাররফ হোসেন গং ০৪ (চার) জন কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল আপীল নং- ৩৯৮/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত আপীল মামলায় এফিডেভিট করত: সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২১ নং বিবাদী করা হয়।

৬। আপীল দায়েরকারী এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে সোলেনামা'র মাধ্যমে বিষয়টি সমঝোতা হওয়ায় মাননীয় আপীল আদালত কর্তৃক বর্ণিত আপীল নং-৩৯৮/২০১৪ মামলার ০৯/১১/২০১৭ তারিখে ঘোষিত রায়ে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত, লক্ষীপুর কর্তৃক ঘোষিত দেওয়ানী নং-৫২/২০১৪ মোকদ্দমা এর ডিক্রী/আদেশ বহাল রাখা হয় এবং আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত বেতন-ভাতা'র বিল বিধি মোতাবেক ছাড়করণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২১ নং বিবাদী (সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। রায়/নির্দেশনার অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

"The Compromise application to be the part of the decree.
The added respondent No. 21 is directed to take appropriate steps to disburse the bills and allowances of the appellants submitted by the principal of the Madrasha in accordance with law.
The order of stay granted earlier by this Court is hereby recalled and Vacated."

৭। উক্ত রায়ের কপিসহ বাদী কর্তৃক গত ৩১/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে সচিব, টিএমইডি বরারব আবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত আবেদন উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে {প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের (জনাব মো: মজিব উল্যা গং) সাথে প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির সভাপতি, জনাব মো: মুসাররফ হোসেন গং এর সাথে অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারণে এমপিও বন্ধ রাখা হয়েছে, সরকার আবেদনকারীদের এমপিও বন্ধ রাখেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়}বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ,মাদ্রাসা ও কারিগরি) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা-২০১০ (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৮(৬) অনুচ্ছেদ মোতাবেক দেওয়ানী নং-৫২/২০১৪ মোকদ্দমার বাদীপক্ষের (নালিশী মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ ও দপ্তরী'র) জানুয়ারী ২০১২ হতে মে, ২০১৭ পর্যন্ত প্রাপ্য বকেয়া বেতন ভাতাদি পরিশোধের জন্য আপীলকারী/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান-কে গত ২০/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত স্মারকমূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৮। অত:পর আপীল নং-৩৯৮/২০১৪ মামলার ০৯/১১/২০১৭ তারিখে ঘোষিত রায়ে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত, লক্ষীপুর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিপালন না করায় জনাব মো: মজিব উল্যা গং কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে কনটেম্পট পিটিশন নং-২৭৮/২০২০ (প্রথম আপিল নং-৩৯৮/২০১৪ এবং সিভিল রুল ৯৮১(F)/২০১৪ হতে উদ্ভুত) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চলমান পাতা নং-০২

৯। উক্ত কনটেম্পট মামলাটি গত ২৯/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখ শুনানী শেষে আপীল নং-৩৯৮/২০১৪ মামলার ০৯/১১/২০১৭ তারিখে ঘোষিত রায়/আদেশ প্রতিপালন না করায় কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা সে মর্মে ১৩/১০/২০২০ তারিখ অথবা উক্ত তারিখের পুর্বে কারণ দর্শানোর জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কনটেম্পট মামলার রুলনিশি টি গত ০২/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ টিএমইডি'র আইন শাখায় পাওয়া গেছে। আলোচ্য কনটেম্পট মামলায় জনাব মুন্সী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, সচিব, টিএমইডি মহোদয়-কে ২ নং, জনাব সফিউদ্দিন আহমদ, ডিজি, ডিএমই-কে ৪ নং সহ মোট ০৯ (নয়) জনকে রেসপনডেন্ট কনটেম্পটনর করা হয়েছে।

১০। এক্ষণে কনটেম্পট মামলার বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক-

(ক) যেহেতু জবাব (compliance report) দাখিলের সময় ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে সেহেতু কনটেম্পট পিটিশন নং-২৭৮/২০২০ (প্রথম আপিল নং-৩৯৮/২০১৪ এবং সিভিল রুল ৯৮১(F)/২০১৪ হতে উদ্ভুত) মামলায় সরকার পক্ষে জবাব (compliance report) দাখিল করা হয়েছে কিনা?

(খ) জবাব (compliance report) দাখিল না হয়ে থাকলে জবাব জরুরিভিত্তিতে নোটানুচ্ছেদ নং- (৭) এ উল্লিখিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক জবাব দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) প্রয়োজনে মহামান্য আদালতে সময় বৃদ্ধির আবেদন করা;

(ঘ) সচিব মহোদয় কর্তৃক ওকালতনামায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা;

(ঙ) কনটেম্পট আদালতের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা এবং হালনাগাদ তথ্যাদি টিএমইডি-কে অবহিত করা;

১১। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১০ এ উল্লিখিত নির্দেশনামতে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে তথ্য (প্রমাণকসহ) আগামি ১৪/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হল।

০৪/০১/২০২১

(মো: আ: খালেক মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।